ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স-২০১৬ এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স-২০১৬ এর গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স, ডিএসসিএসসি, মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,
কমান্ড্যান্ট ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ ও অনুষদ সদস্যগণ,
ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং এএফডব্লিউসি কোর্স-২০১৬ এর গ্র্যাজুয়েটিং সদস্যবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আ'লাইকুম।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স এবং আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স-২০১৬ এর গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত।

আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নেতৃত্বে ২৪ বছরের স্বাধিকার আন্দোলন ও দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, সম্ভ্রম হারানো দু'লাখ মা-বোনসহ স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী ত্রিশ লাখ বীর শহীদকে।

প্রিয় গ্র্যাজুয়েশনগণ,

দীর্ঘ এক বছরের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পথ পেরিয়ে গৌরবজনক এনডিসি ও এএফডব্লিউসি কোর্সের সফল সমাপনের প্রাক্কালে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি জেনে আনন্দিত যে, আপনারা বাংলাদেশ ও সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করেছেন। যার মধ্যে সামাজিক ও রাজনীতি বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জাতীয় নিরাপত্তা'র মত যুগোপযোগী বিষয় রয়েছে। আপনারা দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানে ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেছেন। যার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োগ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রগতির ধারাবাহিকতাকে আরও বেগবান করবে।

বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা মানুষের মাঝে পারস্পারিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করছে। যা জীবনযাত্রাকে সহজতর করছে। আবার মাঝে মাঝে প্রতিকুল পরিবেশও তৈরি করছে। তাই আমরা জাতীয় অগ্রগতি এবং নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারকেও উৎসাহিত করছি। এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখেই আপনাদের প্রশিক্ষণ সূচি প্রণীত হয়েছে।

প্রিয় কোর্স মেম্বারগণ,

১৯৯৬ সালের পূর্বে সশস্ত্র বাহিনীর জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের উচ্চ মানের প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের নিজস্ব কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। আপনাদের উচ্চ শিক্ষার কথা বিবেচনা করে আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি এনডিসি। যা বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের খ্যাতি ও বহিঃবিশ্বে এর অবস্থান আমাদের জন্য সত্যিই একটি গর্বের বিষয়।

শুধু সশস্ত্র বাহিনীর ভিতরেই নয়, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ স্ট্র্যাটেজিক স্তরের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে অসামরিক পরিমন্ডলেও সমাদৃত হচ্ছে। আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।

সর্বোপরি, এনডিসি কর্তৃক পরিচালিত 'ক্যাপষ্টোন কোর্স' এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা ও নীতিনির্ধারক পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমুহের উপর সম্যক জ্ঞান লাভ করছেন। অসামরিক-সামরিক সম্পর্ক উন্নয়নে নিঃসন্দেহে এনডিসি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে।

গ্র্যাজুয়েটগণ,

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান বিশ্ব-রাজনীতিতে আমাদের রাষ্ট্রের কৌশলগত গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে আঞ্চলিক ঐক্য উন্নয়নে বাংলাদেশ অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জনগণের অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের অনুসৃত নীতি ও কৌশল গতির সঞ্চার করেছে। দেশের অর্থনীতির ক্রমাগত বিকাশ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সফলতার পাশাপাশি কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান।

আমি বিশ্বাস করি সদ্যসমাপ্ত প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে আপনারা সে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারকে যথাযথ সহায়তা করতে পারবেন।

প্রিয় গ্র্যাজুয়েটগণ,

উন্নয়নশীল দেশসমূকে সর্বদাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রেখে নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করতে হয়। এ প্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য তাদের অর্থনীতিকে বহুমুখী ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিরাপত্তা জনিত সমস্যা নিরসনে আমরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল একটি সমন্বিত আঞ্চলিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা। আমি আজ আনন্দিত যে, আমরা ইতোমধ্যে সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের সূচনা প্রত্যক্ষ করেছি। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত আট বছরে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতিসহ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ একটি বিশ্বব্যাপী উদ্বেগজনক সমস্যা। এই সভ্যতা বিনাশী প্রবণতা নির্মূলে এর কারণ, উৎস ও প্রতিকারের উপায় নিরূপন জরুরি। আমাদের সরকার জঙ্গি নির্মূল ও সন্ত্রাসবাদ দমনে প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছে।

সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রশিক্ষিত ও প্রস্তুত রেখেছি। বাংলাদেশের মাটিকে অতীতের ন্যায় সন্ত্রাস বা বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার জন্য আর কখনো কেউ ব্যবহার করতে পারবেনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক শান্তিপূর্ণ দেশ হিসাবে আমাদের মর্যাদা বিশ্বে অক্ষুন্ন থাকবে।

Dear Foreign Graduates,

I hope you are satisfied with the traditional Bangladeshi hospitality. I also hope your empathy and appreciation for Bangladesh will create you as our valuable ambassadors in your respective countries.

সশস্ত্র বাহিনীর প্রিয় সদস্যগণ,

আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে আমরা নতুন প্রযুক্তি সম্বলিত আধুনিক সরঞ্জামাদির সরবরাহ নিশ্চিত করেছি। সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ প্রদানের তাগিদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অবকাঠামো তৈরি করেছি। একটি পেশাদার ও প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা অনবরত কাজ করে যাচ্ছি।

আমরা পরিবর্তনশীল যুদ্ধ-কৌশল ও প্রযুক্তির দিকে নিবিড়ভাবে লক্ষ্য রাখছি। আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সামর্থ্যকে পুর্নমূল্যায়ন করে যাচ্ছি এবং একবিংশ শতাব্দির বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য সময়োচিত সকল পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট আছি।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা যেকোন দুর্যোগ ও বিপর্যয়ে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে জনগণের পাশে দাঁড়ায়। অবকাঠামো নির্মাণেও তাদের নির্ভরযোগ্যতা দেশে ও দেশের বাইরে সমাদৃত।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিরতিহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একটি উন্নত ও আধুনিক দেশের জন্য প্রয়োজনীয় গভীর সমুদ্রবন্দর, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের আগে অতীতে অন্য কেউ অবকাঠামো খাতের এই যুগান্তকারী প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কথা ভাবেনি।

সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করে আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতুর ৪০ ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। নতুন বছরে জানুয়ারি মাসেই দুই পিলারে মাঝখানে প্রথম স্প্যান বসানো হবে। এর মাধ্যমে উত্তাল পদ্মার

বুকে আমাদের সকলের স্বপ্নের সেতু দৃশ্যমান হতে শুরু করবে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ধাপের ৮০ ভাগের বেশী কাজ শেষ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আমাদের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

সুধিমন্ডলী,

যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে আমরা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, এই প্রতিষ্ঠানটি আজ তার সেই অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম এমন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান যা দেশ ও বিদেশের উচ্চ পদবির অসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের মাঝে যথাযথ জ্ঞানশৈলী চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। আমি আরও আনন্দিত যে, এ প্রতিষ্ঠানের গ্র্যাজুয়েটদের পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, সেনা-নৌ-বিমান বাহিনী প্রধান ও পুলিশ প্রধান এর মত রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

দেশের সফল উদ্যোক্তা, শিক্ষাবিদ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ বর্তমানে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের ক্যাপস্টোন কোর্সে অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজকে এই মান বজায় রাখতে হবে এবং তার ক্রমাগত উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে।

আমি আশাবাদী যে, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের অর্জিত জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি এবং অঙ্গীকার দ্বারা জনগণ তথা দেশকে স্থিতিশীল পরিস্থিতি, উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

পরিশেষে অত্যন্ত উঁচু মানের পেশাদারিত্বের জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কমান্ড্যান্ট এবং অন্যান্য অনুষদ সদস্যগণ ও অফিসারদের আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই। এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে এবং উপস্থিত সকলের প্রতি আন্তরিক শুভকামনা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...